দৈনিক ইনকিলাব

109

তারিখ 03 AUG 1986
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

উপজেলা পরিক্রমা

দেওয়ানগঞ্জ

।। শেখ আনোয়ার হোসেইন ।।

যমুনা-ব্রহ্মপুত্র বিধৌত পশ্চিম জামালপুরের ঐতিহ্যবাহী কর্মব্যস্ত ও অবহেলিত উপজেলার নাম দেওয়ানগঞ্জ। কথিত আছে, হজরত দেওয়ান শাহ (রঃ)-এর নামানুসারে দেওয়ানগঞ্জ নাম রাখা হয়। এ উপজেলার আয়তন ১১৭৫৯ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ১ লাখ ৬৭ হাজার ৪শ' ৯৪ জন। পুরুষ ৮৩৩৪৭ জন ও মহিলা ৮৪১৪৭ জন। কৃষিজীবী ২৪০০ জন ও চাকরিজীবী ১০৩৭ জন। বেকার লোকসংখ্যা ৫৮৪ জন। মৌজা ৪৯টি। গ্রাম ৪৯০টি। ইউনিয়ন ৮টি। এই উপজেলার উত্তরে ভারত, দক্ষিণে ইসলামপুর উপজেলা, পশ্চিমে যমুনা নদী, গাইবান্ধা ও রংপুর জেলা এবং পূর্বে শ্রীবর্দী বক্সীগঞ্জ উপজেলা ও ব্রহ্মপুত্র নদী।

যাতায়াত ব্যবস্থা

দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার যাতায়াত ব্যবস্থা খুবই শোচনীয়। জেলা সদরের সংগে যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম রেলপথ। সড়ক পথ নির্মাণের দাবি উপজেলাবাসীর দীর্ঘদিনের, কিন্তু তা উপেক্ষিত। উপজেলায় কাচা-রাস্তা ১১০ মাইল, পাকা রাস্তা ৭ মাইল, রেলপথ ৫ মাইল, নদীপথ ৬১ মাইল, খাল-নালা ২৫ মাইল। রাস্তার বিভিন্ন স্থানে বড় বড় খাদ। প্রয়োজনীয় সংস্কারের অভাবে রাস্তাগুলো লোক চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। বর্ষা মওসুমে কাচা রাস্তাগুলো চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে। ১১০ মাইল কাচা রাস্তার মধ্যে বাহাদুরাবাদ, সানন্দবাড়ী রাস্তাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষা ব্যবস্থা

দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার দু'টি কলেজ ও একটি আলীয়া মাদ্রাসা রয়েছে। কলেজে অনেক বিভাগ চালু নেই। এবং মাদ্রাসার মূল ভবনের ছাদ ধ্বসে পড়ার উপক্রম। ৮টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৮টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। আলীয়া মাদ্রাসা ১টি, সিনিয়র মাদ্রাসা ২টি, ফোরকানিয়া মাদ্রাসা ৩টি, নৈশ বিদ্যালয় ৯টি, কিণ্ডার গার্টেন ১টি, কারীগরি ট্রেনিং সেন্টার ১টি ও প্রাথমিক বিদ্যালয় ৪৮টি। এসব প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন হচ্ছে না।

কৃষি

দেওয়ানগঞ্জ উপজেলাবাসী প্রধানতঃ কৃষির উপর নির্ভরশীল। তবে কৃষিক্ষেত্রে অব্যবস্থার জন্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারছে না। চাষাবাদ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেয়া হলে আশানুরূপ উৎপাদন হতে পারে। প্রধান ফসল ইরি, বোরো, আউশ, আমণ, রোপা, পাট, আখ ও সরিষা ইত্যাদি।

উপজেলায় জমির পরিমাণ ৭৫১৭৩.৮৮ একর, আবাদী ৫৪২০৫.৭২ একর, অনাবাদী ১৯৮০৮.১৬ একর, আবাদযোগ্য অনাবাদী জমি ৪২৬.৫৫ একর ও পতিত জমি ৭৩৪.০৫ একর, সেচের আওতাধীন ৩৭.০০ একর, জলাশয় ৫৩৯৭.০০, গভীর নলকূপ ১১টি, অগভীর নলকূপ ১৮৭টি ও পাওয়ার পাম্প ৫টি রয়েছে। একফসলী জমি ১৩০২৪.৭২ একর, দোফসলী ২৭৪৪৮.০০ একর ও তিনফসলী জমি ১৩৭৩৩.০০ একর রয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে উন্নতমানের বীজের অভাব দেখা।

শিল্প কারখানা

দেশের উত্তরাঞ্চলে সর্ববৃহৎ উৎপাদন কারখানা "জিলবাংলা চিনি কল" দেওয়ানগঞ্জে অবস্থিত। ১০ হাজার টন ক্ষমতাসম্পন্ন এ মিলে প্রায় দু'হাজার কর্মচারী কর্মরত আছে। এ ছাড়াও এ উপজেলায় ৩৭টি রাইস ও ফ্লাওয়ার মিল, প্রায় ৫টি স' মিল, ২টি আইসক্রীম ফ্যাক্টরী ও ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ আছে। অপরদিকে এখানকার অনেক লোক বিড়ি শিল্পের মাধ্যমে তাদের জীবীকা নির্বাহ করে থাকেন।

বিদ্যুৎ ব্যবস্থা

এ উপজেলায় বিদ্যুৎ ব্যবস্থা উন্নত নয়। অধিকাংশ সময়েই বিদ্যুৎ থাকে না। বিভিন্ন স্থানে কারখানা ব্যবসা-বাণিজ্যে ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রান্সফরমার ও ওভার লোডসেড স্থাপন করে বিদ্যুৎ পৌছানোর জোর প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে বলে আবাসিক প্রকৌশলী জানান।

বিনোদন

বিনোদনের ক্ষেত্রে এখানকার জনগণ পিছিয়ে আছে। ২টি নির্মাণাধীন প্রেক্ষাগৃহ ও মিল শ্রমিকদের জন্যে একটি "এমপ্লইজ ক্লাব" রয়েছে। এখানে এ পর্যন্ত পাঠাগার নির্মাণের জন্য সরকারী কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।

চিকিৎসা

'স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল' উপজেলাবাসীদের জন্য এ প্রবাদটি অচল। উপজেলায় ১টি মাত্র ৩১ শয্যাবিশিষ্ট স্বাস্থ্য প্রকল্প আছে। কিন্তু ওষুধ নেই। বহির্বিভাগে আগত রোগীকে ব্যবস্থাপত্র নিয়ে ফিরে যেতে হয়।